প্রাচীন প্রস্তর যুগ (Palaeolithic) প্রাগৈতিহাসিক মানব সভ্যতার উদ্ভবকাল বলে নৃবিজ্ঞানীরা মনে করে। পৃথিবীর মানব সভ্যতার উন্মেষ ও বিভিন্ন কালপর্বের স্থায়িত্ব এক এক অঞ্চলে এক একরকম। প্রাগৈতিহাসিক মানুষ তাদের পারিপার্শ্বিক পরিবেশে নিজেদের খাপ খাওয়াতে সেখানে যা সহজে পাওয়া যায় তারই ব্যবহার করে নিজস্ব সংস্কৃতিকে গড়ে তুলেছিল। প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতা যা 'প্লাইস্টোসিন' উপযুগটির অন্তর্ভুক্ত তাতে মূলত তিন ভাগে ভাগ করা যায়—

১. **প্রাচীন প্রস্তর যুগ** (Palaeolithic)

২. **মধ্যপ্রস্তর যুগ** (Mesolithic)

৩. **নব্যপ্রস্তর যুগ** (Neolithic)

প্রাগৈতিহাসিক মানুষের প্রস্তর অস্ত্র-শস্ত্র নির্মাণ কৌশল ও ভূতাত্ত্বিক কাল অনুসারে উপরোক্ত যুগ বিভাজন।

১. **প্রাচীন প্রস্তর যুগকে** তিনভাবে ভাগ করা যায় যথাক্রমে—আদি প্রাচীন প্রস্তর যুগ (Lower Palaeolithic) ভারত উপমহাদেশে এই সময়কালের প্রত্ন অবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে শিবালিক পর্বত মালা, কাশ্মীরের কারেওয়া অঞ্চল, তামিনাড়ুর পাল্লাভরম—আত্তিরামপক্কম, কর্ণাটকের শোরাপুর দোয়াব অঞ্চল, রাজস্থান, গুজরাট, নর্মদা উপত্যকা এবং উড়িষ্যা থেকে। ভারতবর্ষে প্রাচীন প্রস্তর যুগের গবেষণার সূত্রপাত ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ ভূ-বিজ্ঞানী রবার্ট ব্রুশ ফুট-এর আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে। বর্তমানকালের গবেষণা থেকে নৃবিজ্ঞানীর ধারণায় এসেছে মহাদেশ থেকে Home erectus প্রজাতির মানুষ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। ভারত উপমহাদেশে এই সময়কার প্রত্নস্থলগুলি থেকে মনে করা হয় ঐ সময়কার মানুষ সেই সব স্থানকেই বাসস্থান হিসাবে নির্বাচন করেছিল যেসব অঞ্চলে অস্ত্র-শস্ত্র নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল, বনজ সম্পদ ও জলের ভাণ্ডার ছিল। মধ্য প্রাচীন প্রস্তর যুগ (Middle Palaeolithic)-ভারতবর্ষের বহু অঞ্চল থেকে এই সংস্কৃতির প্রস্তর নির্মিত অস্ত্র-শস্ত্র পাওয়া গিয়েছে। এই সংস্কৃতির প্রত্নবস্তু সমৃদ্ধ প্রত্নস্থানগুলি রাজস্থানের দিদওয়ানা, গঙ্গানদীর অববাহিকায়—কল্পি, গুজরাট ও সৌরাষ্ট্রের উপকূলবর্তী অঞ্চল, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, বিহার ও অন্ধ্রপ্রদেশ। উচ্চপ্রাচীন প্রস্তর যুগ (Upper Palaeolithic)-এই সময়কাল আদিম মানব সংস্কৃতির শিল্পকলার প্রমাণ পাওয়া যায় পশ্চিম ইউরোপে মূলত গুহাচিত্র। সবার বিষয়বস্তু মূলত গুহাচিত্র। সবার বিষয়বস্তু মূলত প্রাকৃতিক। এই পর্বের গুহাচিত্রগুলির বিষয়বস্তুর পশু (গোরু, ঘোড়া, বাইসন)। ভারত উপমহাদেশে এই সময়কার মানব সংস্কৃতির প্রত্ননিদর্শন পাওয়া গিয়েছে—রাজস্থান, গুজরাট, অন্ধ্রপ্রদেশ ইত্যাদি প্রদেশ থেকে। তবে গুহাচিত্র আবিষ্কৃত

হয়েছে—বিন্ধ্যপর্বতমালা, আরাবল্লি পর্বতমালা, দক্ষিণ ভারত, এবং লাদাখ অঞ্চল থেকেও। মধ্যপ্রদেশের ভীমবেটকা অঞ্চলটি গুহাচিত্রের জন্য UNESCO World Heritage Site-এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। দক্ষিণ ভারতের কয়েকটি গুহাচিত্র সংবলিত প্রত্নস্থল হল—পিকলিহাল, টেক্কালাকোট্টা, কুর্ণূল, বাদামি, মাসকি ইত্যাদি।

২. **মধ্যপ্রস্তর যুগ ঃ** উচ্চ প্রাচীন প্রস্তর যুগেই সূচনা মধ্যপ্রস্তর সংস্কৃতির। Halocene উপযুগের সাথে সাথেই এই মধ্যপ্রস্তর যুগের সূচনা ভাবতবর্ষে। সরাই নাহার রাই, চোপানি মান্ডো, বীরভানপুর, লটেশ্বর, তৈরি ইত্যাদি প্রত্নস্থলে এই সংস্কৃতির প্রত্নবস্তু আবিষ্কৃত হয়েছে। শিকারের পাশাপাশি কৃষিকাজের প্রারম্ভিক অবস্থার শুরু হয় এই পর্বে। ভীমবেটাকার গুহাচিত্রগুলিতে পশুশিকারে তির ধনুকের ব্যবহার প্রতীয়মান হয়। প্রত্নতাত্ত্বিক এবং নৃতাত্ত্বিকরা মনে করেন—এই মধ্যপ্রস্তর সাংস্কৃতিক সময়কালে খাদ্য সংগ্রহকারী পর্বের সমাপ্তি ঘটে। এই সময়েই ভারত উপমহাদেশে শিল্পকলার বিকাশ বিশেষ মাত্রায় ঘটেছিল। মধ্যভারতে এই সময়কালের বহু গুহাচিত্র আবিষ্কৃত হয়েছে।

৩. **নব্যপ্রস্তর যুগ ঃ** এই যুগে আদিম মানব সভ্যতার ইতিহাস উৎপাদনমুখী। প্রাথমিক কৃষিকাজ, অপরিকল্পিতভাবে গড়ে ওঠা মানব বসতি এই যুগের সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সাংস্কৃতিক পরিবর্তন এনেছিল। কৃষিনির্ভর গ্রামজীবন এই পর্বের এক মুখ্য বৈশিষ্ট্য। এই পর্বের মুখ্য বৈশিষ্ট্যগুলি ছিল—কৃষি কাজের মাধ্যমে উৎপাদন, গৃহপালিত প্রাণী পালন, মৃৎপাত্রের উৎপাদন এবং মসৃণ প্রস্তরের সাহায্যে অস্ত্র-শস্ত্র নির্মাণ। 'নব্যপ্রস্তর' (Neolithic) শব্দটির সর্বপ্রথম প্রণয়ন করেন স্যার জন লুবক। এই যুগের ব্যাপক মানব সাংস্কৃতিক পরিবর্তনকে প্রত্নতাত্ত্বিক গর্ডন চাইল্ড 'বিপ্লব' বলে চিহ্নিত করেছেন। ভারত উপমহাদেশে প্রত্নতাত্ত্বিক পিটার বেলউড পাঁচটি অঞ্চলকে চিহ্নিত করেছিলেন—

ক. উপ মহাদেশের উত্তর-পশ্চিম অংশের সিন্ধু উপত্যকা এবং বালুচিস্তান অঞ্চল।

খ. গঙ্গানদীর অববাহিকা অঞ্চল।

গ. উপমহাদেশের দক্ষিণ উপদ্বীপীয় অঞ্চল।

ঘ. আর্দ্র উপকূলীয় অঞ্চল এবং উপমহাদেশের উত্তর পূর্ব অঞ্চল।

এই সাংস্কৃতিক পর্বে অলংকার ব্যবহার করার অভ্যাস ছিল, প্রত্নবস্তুগত প্রমাণেও মৃৎপাত্রের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। মৃৎপাত্র ছাড়াও প্রস্তর, কাঠ ইত্যাদির তৈরি পাত্রও নিদর্শন হিসাবে পাওয়া গিয়েছে।

মানুষ উন্নত সংস্কৃতিসম্পন্ন প্রাণী। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত মানব সংস্কৃতির ক্রম-বিবর্তন ঘটেছে, বৌদ্ধিক উন্নতি হয়েছে সম্পূর্ণ নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য। বেঁচে থাকার জন্য দৈনন্দিন ব্যবহার্য দ্রব্যাদির প্রস্তুতের পদ্ধতি-প্রকরণের যেমন উন্নতি ঘটেছিল, অন্যদিকে তেমনই প্রতিনিয়ত পারিপার্শ্বিক পরিবেশে যাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে দ্বন্দ্ব চলছিল, তাদেরকে বিষয় করে কোনো লৌকিক বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে নিজেদের মনের ভাবনাকে রূপ দিতে গুহাশ্রয় চিত্রাঙ্কন করেছিল। ব্যবহার

করেছিল প্রকৃতি থেকে তৈরি করে নেওয়া বিভিন্ন রং। যার উৎস ছিল—চুন, পোড়া কাঠকয়লা, লাল মাটির খনিজযুক্ত মাটি ইত্যাদি। তুলি হিসাবে ব্যবহার করা হয় চতুষ্পদ প্রাণীর লেজের লোম। গুহাচিত্রের বিষয়বস্তু মূলত—হাতি, ঘোড়া, হরিণ, গন্ডার, বাইসন ইত্যাদি। ভারত উপমহাদেশের ভৌগোলিক ক্ষেত্রে প্রাগৈতিহাসিক আদিম মনুষ্য বসতি ভিত্তিক সাতশো গুহাশ্রয় এখনো পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে। কয়েকটি গুহাশ্রয় যা গুহাচিত্র সংবলিত যথাক্রমে—

১. **মির্জাপুর-বিন্ধ্যপর্বত**—এখানকার গুহাচিত্রগুলির বিষয়বস্তু শিকার। লোহা আকরিক সংবলিত প্রস্তরখণ্ড ঘষে বা গুঁড়ো করে চিত্র অঙ্কনের রং তৈরি করা হত। বিষয়বস্তু প্রাণীদের মধ্যে হরিণ, গন্ডার, সিংহ ইত্যাদি।

২. **কাইমুর পর্বতমালা**—মধ্যভারতের এই স্থানের গুহাচিত্রগুলি সর্বপ্রাচীন বলে মনে করা হয়। চিত্রাঙ্কন খুব একটা পরিণত নয়।

৩. **সিংহপুর-উড়িষ্যার সম্বলপুর** অঞ্চলে বেশ কয়েকটি গুহাশ্রয় গুহা চিত্র পাওয়া গিয়েছে। গুহাচিত্রগুলি মূলত প্রাণীর এবং প্রাণীর শিকার দৃশ্য। এই গুহাচিত্রগুলি রেখার ব্যবহারে অঙ্কিত।

৪. **হোসেঙ্গাবাদ**—মধ্যপ্রদেশের আদমগড় পাহাড়ের গুহাশ্রয়ে গুহাচিত্র আবিষ্কৃত হয়। গুহাচিত্রগুলিতে ব্যবহার করা রং হলুদ, কালো এবং গাঢ় লাল। চিত্রপরিকল্পনা থেকে মনে করা হয় এই গুহাচিত্রগুলি খ্রিস্টীয় নবম-দশম শতকের, প্রাগৈতিহাসিক যুগের আঁকা নয়।

৫. **যোগীমারা**—মধ্যপ্রদেশের সরগুজায় রামগড় পাহাড়ে এই গুহার অবস্থান। এই গুহাচিত্রগুলি প্রাগৈতিহাসিক কালের নয়। মনে করা হয় খ্রিস্টীয় প্রথম শতকের চিত্রকর্ম এই গুহাচিত্রগুলি। গুহাচিত্রে মানুষ, হাতি, ঘোড়া, পাখি, গাছপালা সবই লাল রং-এর ব্যবহারে চিত্রিত। জ্যামিতিক নকশা ও বিন্যাসের কিছু কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়। গুহাচিত্রের পাশাপাশি কিছু কিছু চিত্রলিপির প্রমাণ পাওয়া যায়। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন গুহাচিত্রগুলিতে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মমতের প্রভাব রয়েছে।

৬. **কাপ্রেবিহার**—মধ্যপ্রদেশের রায়গড়, নরসিংহ গড়ের পূর্ব প্রান্তে। 'কাপ্রেবিহার' পাহাড়ে অনেকগুলি গুহাচিত্র আবিষ্কৃত হয়েছে—যেগুলির বিষয়বস্তু শিকারের দৃশ্য এবং দলবদ্ধ নৃত্য। এই গুহাচিত্রগুলির সঠিক সময়কাল নিয়ে বিতর্ক আছে।

৭. **রাজারাও**—বস্তার জেলার রাজারাও মালভূমির একটি গুহায় অনেকগুলি গুহাচিত্র পাওয়া গিয়েছে। চিত্রগুলির বিষয়—শিকার দৃশ্য, তবে গুহাচিত্রগুলির সঠিক কাল নিয়ে মতদ্বৈধতা আছে।

৮. **মানিকমুন্ডা**—উড়িষ্যার সুন্দরগড় জেলার মানিকমুন্ডায় গুহাশ্রয়ে বেশ কিছু গুহাচিত্রের হদিশ পাওয় যায়। গুহাচিত্রগুলির বিষয়—শিকার দৃশ্য। তবে গুহাচিত্রগুলির অঙ্কনের সময়কাল নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে।

৯. **বিরাটনগর** রাজস্থানের বিরাটনগরের কাছে আরাবল্লি পর্বতে বেশকিছু গুহায় গুহাচিত্রের হদিশ পাওয়া গিয়েছে। এই গুহাচিত্রগুলির বিষয়—হরিণ, বাইসন, ভালুক, হাতি, মাছ, মানুষ ও জ্যামিতিক অলংকরণ। গুহাচিত্রগুলি প্রাগৈতিহাসিক কালের। চিত্রগুলিতে ব্যবহার করা রং—লাল, সাদা এবং মাটি।

১০. **ভীমবেটকা**—মধ্যপ্রদেশের রায়সেন জেলায় বিন্ধ্যপর্বতে এই গুহাশ্রয়। ২০০৩ খ্রিস্টাব্দে 'ভীমবেটকা' UNESCO Heritage Site হিসাবে ঘোষিত হয়। ভীমবেটকা গুহাশ্রয়গুলিতে যেসব গুহাচিত্র পাওয়া যায় সেগুলিকে কয়েকটি কাল পর্বে ভাগ করা যায়ঃ—উচ্চ পুরাপ্রস্তর যুগ—চিত্রগুলির বিষয় বাইসন, বাঘ, গন্ডার এবং লাল ও সবুজ রেখার সাহায্যে আঁকা। মধ্যপ্রস্তর যুগ—বিষয়—মানুষ, জীবজন্তু এবং শিকার দৃশ্য, গোষ্ঠীনৃত্য, মৃত পশুবহনকারী পুরুষ, মা ও শিশু, মৃতদেহ সমাধিস্থকরণ ইত্যাদি ; তাম্র যুগ, চিত্রগুলির বিষয়—মানুষ এবং প্রাত্যহিক জীবনচর্যা ; প্রাথমিক-ঐতিহাসিক যুগ, এইকাল পর্বের গুহাচিত্রগুলিতে নান্দনিক লক্ষণ প্রতীয়মান হয়। এখানে গুহাচিত্রগুলি ব্যবহার করা রং-এর প্রায় ষোল রকম বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। তবে প্রধানত সাদা ও ফিকে লাল রং-এর ব্যবহার বেশি করা হয়েছে। মূলত অজৈব প্রাকৃতিক পদার্থকে চূর্ণ করে তার সাথে জল বা পশুর চর্বি বা পাখির ডিম মিশ্রণ করে রং তৈরি করা হত। প্রত্নতাত্ত্বিকদের ধারণা পশুর লোম দিয়ে তুলি তৈরি করে চিত্রাঙ্কনে ব্যবহার করা হত। ভীমবেটকার গুহাচিত্রগুলিতে প্রায় উনত্রিশ রকমের পশুপাখির অবয়ব আকৃতির সন্ধান পাওয়া যায়। পশু পাখির চিত্রে অবয়ব অঙ্কনে বাস্তব এবং কাল্পনিক ধারণার ব্যবহার লক্ষণীয়। পশুর মধ্যে—বাঘ, হাতি, গন্ডার, সিংহ মহিষ, হরিণ, কাঠবেড়ালি, এছাড়া—পাখি, মাছ, ব্যাঙ, কাঁকড়া, ইত্যাদি। তবে সরীসৃপ সাপের কোনো চিত্র অবয়ব পাওয়া যায়নি। মানুষের দলবদ্ধভাবে পশু শিকার দৃশ্য, দলবদ্ধভাবে নৃত্য, নারী-পুরুষের বেশভূষা, নারী ও পুরুষের দৈনন্দিন কাজের বিভাগ ইত্যাদি রেখাঙ্কনে প্রতীয়মান হয়। ভীমবেটকার কোনো কোনো গুহাশ্রয়ে হাত ও আঙুলের ছাপ পাওয়া যায় যা কোনো লৌকিক বিশ্বাসের প্রতিফলন কিনা তা নিয়ে মত দ্বৈধতা আছে। গুহাশ্রয়ে গুহাচিত্র শুধুমাত্র ভারত উপমহাদেশে নয়, পৃথিবীর অন্যান্য প্রান্তেও আবিষ্কৃত হয়েছে। ভারতীয় গুহাচিত্রের শিল্পীরা মানুষ ও পশুর চিত্র অবয়ব নির্মাণে প্রাণ শক্তির সমন্বয় ঘটিয়েছে, আলো-ছায়ার ব্যবহার ও রেখার ব্যবহারে যথেষ্ট মুন্সিয়ানা দেখিয়েছে। রেখার ব্যবহার অবয়ব নির্মাণে অন্তর্নিহিত প্রাণের ফল্গুধারা শিল্পীদের সৃষ্টিতে প্রকাশ পেয়েছে। গুহাচিত্র অঙ্কনের পেছনে লৌকিক দেবী বিশ্বাসের ভূমিকা প্রবল ছিল কিনা এনিয়ে সঠিকভাবে কিছু সিদ্ধান্তে এখনো পৌঁছানো না গেলেও—একথা মনে করা সংগত হবে মানব শক্তি পশুশক্তির বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত সংগ্রামে নিজেদের গোষ্ঠীর আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করতে এই চিত্রগুলিকে ব্যবহার করেছিল। এই চিত্রগুলি মানুষের প্রতিনিয়ত পারিপার্শ্বিক প্রকৃতিতে সংগ্রামের অভিজ্ঞতার ফসলস্বরূপ।